বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
২০৩, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, বিজয়নগর, ঢাকা

নং: বিএনএমসি/প্রশা-৩৪ (অংশ-৪)/২০২৪-৮৭ তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি.

বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৪

(বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৫ (ঙ) অনুযায়ী প্রণীত)

১. শিরোনাম: এ নীতিমালা 'বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৪' নামে অভিহিত হবে।

২. প্রযোজ্যতা: এ নীতিমালা বাংলাদেশের সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত (সামরিক-বেসামরিক) ও বেসরকারি নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত (ক) ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং (গ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে কার্যকর হবে।

৩. প্রার্থীর যোগ্যতা:

৩.১ প্রার্থীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

৩.২ ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং ও ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট আসনের ১০% পুরুষ প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আসনের সর্বোচ্চ ২০% পুরুষ প্রার্থী ভর্তি করা যাবে। ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শুধু মহিলা প্রার্থী আবেদনের যোগ্য হবে।

৩.৩ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩.৪ প্রার্থীকে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন করার জন্য ২০২১, ২০২২ অথবা ২০২৩ সালে এইচএসসি/সমমান এবং ২০১৯, ২০২০ অথবা ২০২১ সালে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩.৫ জিপিএ নির্ধারণ:

(ক) বিএসসি ইন নার্সিং: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৭.০০ থাকতে হবে, তবে কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ এর কম হবে না এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

(খ) ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি: যে কোনো বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৬.০০ থাকতে হবে। তবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০ এর কম হবে না।

৩.৬ বিএসসি নার্সিং এর ক্ষেত্রে 'এ' লেভেলে Biology বাধ্যতামূলক। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রেড প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ে গড় জিপিএ এর সাথে অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ের গড় জিপিএ থেকে দুই বাদ দিয়ে অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর যোগ হবে এবং উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের উপর সিজিপিএ নির্ধারণ হবে। কাউন্সিল-নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াফারি কাউন্সিল থেকে সমতাকরণ সনদ সংগ্রহ করতে হবে।

৪. ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম:

৪.১ এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৫ এর গুণিতক হিসেবে ২৫ নম্বর; এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ ৫ এর গুণিতক হিসেবে ২৫ নম্বর, মোট ৫০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ বিএসসি ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৪.৩ বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, গণিত-১০, বিজ্ঞান-৩০ (জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন) এবং সাধারণ জ্ঞান-২০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশ নম্বর ৪০ (চল্লিশ) নির্ধারিত থাকবে।

৪.৪ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ গণিত-১০, সাধারণ বিজ্ঞান-২৫ এবং সাধারণ জ্ঞান-২৫ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশ নম্বর ৪০ (চল্লিশ) নির্ধারিত থাকবে।

৪.৫ অকৃতকার্য (অনুত্তীর্ণ) প্রার্থীগণ কোনো সরকারি/বেসরকারি নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবেন না।

৪.৬ এক কোর্সের জন্য ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী কোনোভাবেই অন্য কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না।

৪.৭ ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, যাচাইকরণ এবং ফলাফল চূড়ান্তকরণ সফটওয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৫. ফলাফল প্রস্তুত/প্রার্থী বাছাই/নির্বাচনের নিয়মাবলি:

৫.১ জাতীয় মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষার মেধাক্রম ও প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত পছন্দের ক্রমানুসারে প্রার্থী কোন্ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তা নির্ধারিত হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আবেদন দাখিলকারী শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম অনুসারে গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি ভর্তির অনুমোদন প্রদান করবে।

৫.২ ভর্তি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে প্রার্থীদের মেধাভিত্তিক যৌক্তিক সংখ্যক অপেক্ষমাণ তালিকা কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ নথিতে সংরক্ষণ করা হবে।

৫.৩ চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীগণকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি হয়ে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পূর্বক কোর্সে যোগদান করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষে শূন্য আসনসমূহের বিপরীতে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের (অটোমাইগ্রেশন) সুযোগ দেওয়া হবে। মাইগ্রেশন শেষে প্রাপ্ত শূন্য আসনসমূহ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুসারে পূরণ করা হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া মোট ০৩ (তিন) বারে সম্পন্ন করা হবে। বর্ণিত নিয়ম ব্যতিত অন্য কোনোভাবে এক সরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠান হতে অন্য সরকারি নার্সিং প্রতিষ্ঠানে মাইগ্রেশন হওয়া বা করা যাবে না।

৫.৪ প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের জন্য প্রত্যেক কোর্সের মোট আসনের ২% এবং উপজাতি জনগোষ্ঠির জন্য মোট আসনের ১% সংরক্ষিত থাকবে। তবে মুক্তিযোদ্ধা কোটা কিংবা উপজাতি কোটার কোনো আসন শূন্য থাকলে সাধারণ কোটা হতে মেধাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৫.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল এবং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পরে কোনোভাবেই মাইগ্রেশন করা যাবে না। কাউন্সিল ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ৫ মাসের মধ্যে শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশনের কাজ সম্পন্ন করবে।

৫.৬ অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধাক্রম অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্নের পর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাদের স্ব স্ব পছন্দ অনুযায়ী আসন খালি থাকা সাপেক্ষে যে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে।

৫.৭ সরকারি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সিডিউল অনুযায়ী ভর্তির অগ্রগতি ভর্তিকৃতদের তালিকাসহ পত্রের মাধ্যমে মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর (ডিজিএনএম)-কে এবং বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সামরিক-আধাসামরিক নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বিএনএমসিকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন।

৬. সার্টিফিকেটসমূহ যাচাই (Verification):
ভর্তির পর কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা যাচাই (Verification) করবেন।

৭. কারিকুলাম ও ইন্টার্নশিপ:
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে (ক) ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং (গ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। কোর্স শেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য ৬ (ছয়) মাস ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক। ইন্টার্নশিপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় একটি অঙ্গীকারনামা অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষরসহ দাখিল করতে হবে।

৮. মেধাবী-অসচ্ছল কোটা:
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫% আসন মেধাবী-অসচ্ছল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এরূপ আসনের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন-ভাতাদি ও সেশন চার্জের অতিরিক্ত কোনো প্রকার ফি গ্রহণ করতে পারবে না। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য হতে মেধাবী-অসচ্ছল কোটায় বিএনএমসি কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি/ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মেধাবী-অসচ্ছল কোটার শিক্ষার্থী নির্বাচন করবে।

৯. বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও আসন সংরক্ষণ:
৯.১ 'বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং কলেজ/নার্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও নার্সিং কোর্স চালুকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০০৯'-এর ৬.৮(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির যোগ্য বেসরকারি কলেজসমূহে কলেজের মোট আসনের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে দেশি ছাত্র/ছাত্রী দ্বারা এ আসন পূরণ করা যাবে। তবে দেশি ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ফি নির্ধারিত এ ক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য হবে। কোনো অবস্থায়ই বিদেশি হারে ফি-সমূহ আদায় করা যাবে না।

৯.২ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদনপত্র এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট সত্যায়নসহ নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে নম্বর (মার্কস) সমতাকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নম্বর (মার্কস) সমতাকরণ প্রতিবেদনের আলোকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ভর্তির অনুমতি প্রদান করবে।

১০. ভর্তি কমিটি:
ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত একটি ভর্তি কমিটি থাকবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১১. ভর্তি কার্যক্রম সংক্রান্ত আয় ও ব্যয়:
ভর্তি কার্যক্রমের আয় ও ব্যয়ের হিসাব ভর্তি উপকমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত ও নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ভর্তি কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল লেনদেন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

১২. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:
১২.১ ভর্তির পূর্বে বা পরে দেশি বা বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীর কারো কোনো তথ্য (যা ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে) মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে তার ভর্তি বাতিল করাসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২.২ কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে বিধিমোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করা হবে।

১২.৩ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি/পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে এরূপ কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হলে বিধিমোতাবেক সংশ্লিষ্ট নার্সিং প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল করা হবে।

১৩. রহিতকরণ ও হেফাজত:

এই নীতিমালা জারির তারিখ হতে 'বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৩' অতঃপর 'উক্ত নীতিমালা' বলে উল্লিখিত, বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত নীতিমালার অধীন কৃত কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উক্ত নীতিমালার অধীন কোনো কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকলে, তা উক্ত নীতিমালার বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

২২.০২.২৪

মো: আজিজুর রহমান
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
এবং
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়